For Private Circulation Only

জানুয়ারী ২০১২ ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®

India ECHOES
ONE WORLD ONE HUMANITY

২০১২

শুভ নববর্ষ !

১ জানুয়ারী ২০১২। গত দুদিনের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া কাটিয়ে আকাশ আজ পরিষ্কার হয়েছে। দু-দিনের অবিরাম বর্ষন বাতাবরণে এক সজীব ভাব এনে দিয়েছে। প্রিয়তম গুরুদেবকে এক ঝলক দেখার জন্য আশ্রমে অভ্যাসীর ভীড় উপচে পড়েছে যাতে নিজেদের পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতিগুলোকে আরও একবার নতুন করে দেখা যায়। যখন সৎসঙ্গ শুরু হয় তখন আবহাওয়া নির্মল ছিল। কিন্তু গুরুদেব 'দ্যাট্স অল' বলতেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। গুরুদেব ধ্যানকক্ষে থাকতে বাধ্য হলেন এবং আমরা বেশ কিছু সময় তাঁর সঙ্গে থাকার সুযোগ পেলাম। ভ্রাঃ চক্রপানি তামিলে ভাষণ দেন। গুরুদেব আমাদের বড় হতে সাহায্য করেন এবং আমাদের প্রগতিতে উৎফুল্ল হন যেমন মা বাচ্চাকে বড় হতে দেখে খুশী হন। তাই একসময় এটা আমাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যে প্রাপ্তবয়স্কের মত তাঁর সামনে হাজির হয়ে তাঁকে সুনিশ্চিত করা যে আমরা আধ্যাত্মিকতার পথে দায়িত্বশীল প্রাপ্তবয়স্কে পরিণত হয়েছি এবং এখন আমরা কোনোভাবেই গুরুদেবের দুশ্চিন্তার কারণ নই। এরপর ডঃ নীহারিকার আবৃত্তি উপস্থিত সকলকে আপ্লুত করে দেয়। তখন বৃষ্টি থামেনি তবুও গুরুদেব তাঁর কটেজে প্রস্থান করেন।

গুরুদেব অনেক কষ্ট সহ্য করে একের পর এক অভ্যাসীর সঙ্গে দেখা করেন। নৈশভোজের আগে একেবারে ক্লান্ত হয়ে গেলেও, নৈশভোজের পর বেশ কিছু শিশুদের সঙ্গে দেখা করেন। যদিও দিনের শেষে তাঁর বিশ্রাম নেবার সময় হয়ে গিয়েছিল তবুও তিনি অফিসে গিয়ে প্রায় আধ-ঘন্টা ই-মেইল চেক করেন। সত্যিই তিনি হলেন আমাদের সামনে এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত যা আমাদের সকলের শেখা উচিত ও নিজেদের তৈরী করা উচিত। আমাদের উচিত সবসময় নিজেদের প্রশ্ন করা যে, আমরা কি তাঁর পদক্ষেপ অনুসরণ করছি?

বাবুজীর প্রেমসিক্ত বার্তা

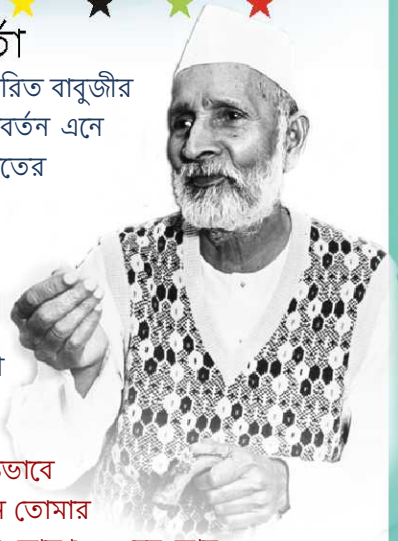

২২ ডিসেম্বর ২০১১ তে গুরুদেবকে প্রেরিত বাবুজীর বার্তা তাঁর জীবনযাত্রায় কতক পরিবর্তন এনে দিল। এর ফলে গুরুদেব উত্তর ভারতের সব সফরসূচী বাতিল করে মানাপাক্কামেই থাকবেন এবং যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক তাকে মানাপাক্কামে যেতে হবে। বাবুজী প্রেরিত বার্তার মূল অংশ উদ্ধৃত করা হল।

"বিগত বছর গুলিতে তুমি পর্যাপ্তভাবে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছো; এখন তোমার জীবনে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। কারণ এ হেন ক্লান্ত দেহের পক্ষে বর্তমান অবস্থা যথোপযুক্ত নয়। তোমার শরীরের যথেষ্ট যত্ন প্রয়োজন; তোমার ঐশী ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনে পর্যাপ্ত বিশ্রাম, প্রশান্তি ও এহেন সবরকম অভিনিবেশ একান্ত আবশ্যক।

...তুমি নিজেকে যত বেশী সম্ভব অভ্যাসীদের জন্য উজাড় করে দিয়েছো। আর কত চাও? এখন থেকে ভ্রমণের আর প্রয়োজন নেই। তোমার স্বাস্থের জন্য বিপদের ঝুঁকি আমরা মেনে নিতে পারি না। এ হল আজকের নির্দেশ এবং আমাদের প্রেমের সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি, কারণ তোমার কল্যাণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি যেকোনো বিষয়ের থেকে গুরুত্বপূর্ণ।"

(Please refer to the original version in the English Newsletter)

গুরুদেবের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

মুম্বাই

২২ অক্টোবর সন্ধ্যায় গুরুদেব দুবাই থেকে ফিরে সোজা আশ্রমে চলে যান। গুরুদেব আশ্রম গেটের কাছ দিয়ে যখন হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন পরিবেশ উৎসব মুখর হয়ে উঠেছিল এবং গানের মাধ্যমে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়। প্রথাগত স্বাগত জানানোর পর তিনি বইয়ের

স্টল, গ্রন্থাগার ও দোতলায় নব–নির্মিত কর্টেজের দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

২৩ অক্টোবর রবিবার গুরুদেব সকাল ন'টায় সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। এরপর তাঁর উত্তরাধিকারী শ্রী কমলেশ প্যাটেলের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দেন । পরিচয় করানোর সময় তিনি বাবুজীর কথা উল্লেখ করে বলেন বলেন, 'আমার পর একজন আসবে' এবং জোর দিয়ে বলেন যে ছাত্রের কাছে তার শিক্ষককে পছন্দ বা অপছন্দ বলে কিছু থাকে না এবং তার উচিত শিক্ষকের কাছ থেকে যত বেশী সম্ভব শিখে নেওয়া।

ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেল তাঁর ভাষণে বলেন, "সিটিং এর সময় গুরুদেব যে অবস্থা প্রদান করেন তা অনুভব করতে আমরা পারদর্শী হয়েছি কি, আর অনুভব করতে পারলে গ্রহণ করি কি, আর গ্রহণ করতে পারলে ঐ অবস্থা বজায় রাখতে পারি কি?"

তাঁর ভাষণের পর মুম্বাইয়ের অভ্যাসীরা এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে । সন্ধ্যা পাঁচটার সৎসঙ্গের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাধারণ আলাপচারিতার সময় গুরুদেব অভ্যাসীদের মায়ার জালে আবদ্ধ হতে নিষেধ করেন। একজন অভ্যাসী জিজ্ঞাসা করে, কিভাবে এই জাল থেকে বেরিয়ে আসা যায়। উত্তরে গুরুদেব বলেন, একমাত্র প্রার্থনার দ্বারা এর থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

২৪ অক্টোবর সকাল ৭–৩০ মিনিটে সৎসঙ্গের পর গুরুদেব অভ্যাসীদের নিয়মানুবর্তীতা ও অবস্থার প্রশংসা করেন। এরপর তিনি মুম্বাই রওনা হয়ে যান এবং এক ভ্রাতৃপ্রতিমের বাড়িতে থাকেন ও সন্ধ্যায় সেখানে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। পরদিন ২৫ অক্টোবর গুরুদেব আমেদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান।

আমেদাবাদ

দীপাবলীতে গুরুদেবের পশ্চিমভারত সফর ও নতুন বছরে গুজরাট সফর গুজরাটের অভ্যাসীদের কাছে এক বিশেষ উপহার। বিকালে তিনি পৌঁছালে প্রায় ৫০০ জন অভ্যাসী আঞ্চলিক আশ্রমে তাঁকে স্বাগত জানান। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তিনি প্রায় ৩০০০ জন অভ্যাসীর উপস্থিতিতে সন্ধ্যায় সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং ছোট বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, তাঁর সফরের মূল উদ্দেশ্য হল উত্তরসূরী ভ্রাতা কমলেশ প্যাটেলকে পরিচয় করানো।

পরদিন দীপাবলী । ভ্রাতা কমলেশ সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন । সৎসঙ্গের পর ভ্রাঃ গুরুপ্রীতের সুরেলা কণ্ঠস্বরে ভজন পরিবেশিত হয়, যা সকলকে এক স্বর্গীয় আনন্দে ভরপুর করে দেয়।

সন্ধ্যাবেলা পুরো আশ্রম প্রায় হাজার প্রদীপের আলোয় আলোকিত করা হয়। সন্ধ্যার সৎসঙ্গের পর আমেদাবাদ ও বরোদা কেন্দ্রের মেয়েরা প্রথাগত গর্‌বা নৃত্য পরিবেশন করেন। সমগ্র বাতাবরণ এক নৈর্ব্যক্তিক ঐশী প্রেমে আপ্লুত ছিল যা উপস্থিত সকলে উপলব্ধি করে।

২৭ অক্টোবর গুজরাটের নতুন বছর। রাজ্যের পরম্পরাগত প্রথা অনুযায়ী তিন জন শিশু লবণ হাতে নিয়ে গুরুদেবকে 'সব্‌রস্' জানায়। ধ্যানকক্ষে যাওয়ার সময় গল্‌ফ কার্টে প্রায় ১০০ জন শিশু তাঁকে অভিবাদন জানায়। এরপর তিনি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং আমেদাবাদের এক দম্পতির বিবাহ সম্পাদন করেন।

গুরুদেবের সাধারণ কথোপকথনের থেকে উদ্ধৃত কিছু মুক্তারাজী –

- যখন কেউ নিজে গুরুদেবের কাছে নিজের পরিচয় দেয়, তখন তিনি বলেন, নিজেদের প্রিয়জনের কাছে পরিচয় দেবার প্রয়োজন হয় না।
- ফল আশা করার ব্যাপারে কেউ প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, অধিক সংখ্যায় অভ্যাসী আশা করা ঠিক নয়, আমাদের উচিত হৃদয় দিয়ে কাজ করে যাওয়া।
- একজন প্রশ্ন করেন, জীবনে আরামের বস্তুসকল কাজে লাগানো

আমেদাবাদ

আনন্দ

বরোদা

উচিত কিনা। উত্তরে তিনি বলেন, কেউ যদি আরাম ছাড়া থাকতে না পারে সেটা ভুল, আবার আধ্যাত্মিকতায় যদি আমরা মনে করি যে আরামের উপকরণ থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহার করা উচিত নয় তাহলেও তা ঠিক নয় । তিনি বলেন, আমাদের উচিত অনাসক্তভাব তৈরী করা এবং যে কোন পরিস্থিতিতে খুশী থাকা।

সন্ধ্যার সৎসঙ্গের পর আমেদাবাদ কেন্দ্র থেকে দুটি অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। একটি সন্ত নরসিংহ মেহেতার জীবনের উপর নাটক ও আর একটি টর্চ নৃত্য। গুরুদেব কর্টেজে বসে ***CCTV*** তে অনুষ্ঠান দেখেন ও ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি খুবই খুশী ছিলেন এবং কিছু সময় অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে কাটিয়ে দিনের সমাপ্তি করেন।

২৮ তারিখ সকালে গুরুদেব ৬–৩০ মিনিট নাগাদ 'আনন্দ' এর উদ্দেশ্যে রওনা হন। প্রায় ১০০০ অভ্যাসী তাঁর সফর সঙ্গী হয়। সেখানে সৎসঙ্গ পরিচালনা করে তিনি এক ভ্রাতৃপ্রতিমের বাড়িতে বিশ্রাম নেন। গুজরাটের সব প্রশিক্ষক ও কর্মকর্তাদের মধ্যে ***GST*** –র এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

২৯ তারিখ আনন্দে সৎসঙ্গ শেষ করে গুরুদেব বরোদা রওনা হন। পার্শ্ববর্তী চারটি রাজ্য থেকে প্রায় ২৫০০ অভ্যাসী সমবেত হয়। ২৯ শে সন্ধ্যায় ও ৩০ তারিখ সকাল ও সন্ধ্যায় গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন । বরোদার অভ্যাসী ভগিনীরা ও শিশুরা দুটি নৃত্য পরিবেশন করে। ১ নভেম্বর সকাল ৭–৩০ মিনিটে গুরুদেব কর্টেজে সৎসঙ্গ পরিচালনা করে। এরপর তিনি আমেদাবাদ ফিরে আসেন এবং ২ নভেম্বর বিকাল ৩–২০ মিনিটে চেন্নাই–এর উদ্দেশ্যে রওনা হন।

চেন্নাই

দীর্ঘ সফরের পর গুরুদেব চেন্নাই ফিরে আসেন । প্রবল জানজটের জন্য আশ্রমে পৌঁছাতে তাঁর দেরী হয়ে যায় এবং তাঁকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল । পরদিন তিনি সকাল ছটায় ঘুম থেকে উঠে তৈরী হয়ে যান । তিনি বলেন, 'সকাল পাঁচটায় আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং ভাবলাম আমি ক্লান্ত ছিলাম এবং সাতটা পর্যন্ত ঘুমাব। কিন্তু তখনই আমার মনে হল, না আমি ক্লান্ত নই, এ আমার অলসতা। আমি তৎক্ষণাৎ এক ঝটকায় উঠে পড়লাম' । এই ঘটনা আমাদের সকলের কাছে শিক্ষণীয় কারণ এই বয়সেও তিনি নিজের ইচ্ছাশক্তি কাজে লাগিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন।

গুরুদেব ভ্রমণের সময় অনেক বই পেয়েছিলেন যা তিনি আশ্রমের গ্রন্থাগার, নিজের কক্ষের জন্য, ওমেগা স্কুল ও সংকোল আশ্রমের জন্য বাছাই করছিলেন । স্বেচ্ছাসেবীরা বইয়ের নাম পড়ে শোনাচ্ছিল ও গুরুদেব নিবিষ্ট মনে প্রয়োজন ও উপযোগিতা অনুযায়ী বিভিন্ন দলে ভাগ করছিলেন।

৫ নভেম্বর চেন্নাইতে প্রচুর বৃষ্টি শুরু হয় এবং আশ্রমে আবার বন্যার ভয় দেখা দেয় । কারণ জল সিংহ দ্বার থেকে কর্টেজ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায় । অভ্যাসীরা বালির বস্তা ফেলে জলের

গতিরোধ করার চেষ্টা করে। গুরুদেব বেশ চিন্তিত ছিলেন। তিনি স্বেচ্ছাসেবীদের বলেন, বইয়ের তাকের নীচের দিকের বইগুলো বাক্সে বেঁধে উপরের দিকে রাখার নির্দেশ দেন।

৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় গুরুদেব মরিশাসের অভ্যাসীদের সঙ্গে আলোচনায় রত হন। তিনি তাদের সিটিং দিয়ে তারপর কিছু সময় আলাপ আলোচনা করেন। তিনি বলেন, কারও কখনও ভাবা উচিত নয় যে, সে সফলতা অর্জন করেছে। সব কিছু পরবর্তী কোনো একটা বিষয়ের প্রারম্ভমাত্র আর এই প্রক্রিয়া অন্তহীন, কোনও শেষ নেই।

১১ নভেম্বর এক বিশেষ দিন কারণ ঐ দিন গুরুদেব সকাল ৯ টায় সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং তেরোটি বিবাহ সম্পন্ন করান। কক্ষ কানায় কানায় পূর্ণ ছিল এবং অভ্যাসীরা তাদের প্রিয়তম গুরুদেবকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পায়। বাতাবরণে খুশীর আমেজ সবাই অনুভব করে এবং গুরুদেবও খুব উৎফুল্ল ছিলেন।

সাহজাহানপুর থেকে আসা ২৫–৩০ জন অভ্যাসীর সঙ্গে তিনি দেখা করেন। সাক্ষাৎ পর্ব সিটিং দিয়ে শুরু হয়। সকলের জন্য চা পানের ব্যবস্থা ছিল। গুরুদেব হলেন যথার্থ গৃহস্থ, তাই সকলে যাতে আপ্যায়িত হয় তা তিনি নজর দেন। অভ্যাসীরা গুরুদেবকে বারবার সাহজাহানপুর যাবার জন্য অনুরোধ করে। উত্তরে গুরুদেব বলেন, 'আমি অবশ্যই যাব'। গুরুদেব তখন উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে যাবার পরিকল্পনা করেন। যদিও সপ্তাহে তিনদিন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। যার ফলে তাঁর সমস্ত ভ্রমণসূচী বাতিল হয়ে যায় এবং তিনি মানাপাক্কামেই থাকেন।

একদিন সকালে গুরুদেব তাঁর আশেপাশে থাকা অভ্যাসীদের সিটিং দেবার জন্য তৈরী হতেই হঠাৎ বলেন, 'প্রলোভন থেকে মুক্তি পাবার যথার্থ উপায় হল প্রলোভনের জায়গায় না থাকা। যেমন ধরো তুমি জিলিপি ভালোবাসো, তাই জিলিপির দোকানে না যাওয়াই শ্রেয়। আর যদি যাও তবে প্রলোভিত হওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই থাকবে। তাই যে স্থানে প্রলোভিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই স্থানে না যাওয়াই ভালো'।

২৭ নভেম্বর প্রবল বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করার জন্য তৈরী হয়ে যান। আশ্রমে বন্যার প্রবল সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং গুরুদেব খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, 'আশ্রম যখন তৈরী হয়, তখন যদি আমার আরও টাকা থাকত তাহলে আমি পুরো আশ্রমের জমি আরও উঁচু করে নিতাম'। কথাগুলো বলার সময় তাঁর স্বভাব সুলভ সরলতা লক্ষনীয় ছিল।

এক অভ্যাসী দম্পতি সম্প্রতি USA থেকে ফিরে এসেছে। তারা গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করে। গুরুদেব জিজ্ঞাসা করেন, ফিরে আসার জন্য তুমি কি খুশী? উত্তরে অভ্যাসী বলে, 'আমি খুব খুশী'। গুরুদেব বলেন, "ওখানে তুমি টাকা পেয়েছিলে আর এখানে তুমি সুখ পাবে। টাকা ও সুখ কখনোই একসঙ্গে চলে না"

২৯ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত গুরুদেব গায়ত্রীতে থাকেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি সমুদ্রতীরে যান কিন্তু শ্বাসকষ্ট হওয়ায় তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন এবং বিশ্রাম নেন।

৩ ডিসেম্বর ২০১১: সকাল ৯–১৫ মিনিটে গুরুদেব আশ্রমে আসেন। তিনি মহাভারত কথার ***DVD*** সেট হাতে পান যা এই মহাকাব্যের দ্বিতীয় ভাগ যাতে মূল অংশের বাদ যাওয়া অনেক তথ্য সম্বলিত আছে। গুরুদেব তা দেখার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করেন।

গুজরাট থকে ৩০০ জন অভ্যাসী গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আসেন। একদিন সন্ধ্যায় ইটালী থেকে প্রায় ২০ জন অভ্যাসী সন্ধ্যার সৎসঙ্গের পর গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য গুরুদেবের কক্ষে অপেক্ষা করে। তাদের নীরব প্রতীক্ষা কক্ষের বাতাবরণ পরিবর্তন করে দেয়। গুরুদেবের পরিকল্পনা ছিল অফিসে গিয়ে কাজ করার কিন্তু তা পরিবর্তন করে তিনি ঐ কক্ষে বসে পড়েন ও অভ্যাসীদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। তিনি কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে কথা বলে সিটিং দেন যা উপস্থিত সকলের কাছে উৎফুল্লের কারণ।

১০ ও ১১ তারিখ ***Heart Speak*** এর উপর আয়োজিত এক কর্মশালায় উত্থাপিত একটি প্রশ্ন গুরুদেবের সামনে পেশ করা হয়। তা হল, যখন আমরা বলি, হৃদয় থেকে বলো, তার অর্থ কি কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়াই লাগাতার বলে যাওয়া? গুরুদেব বলেন, যে কোনো ভাষণের ক্ষেত্রে প্রস্তুতি খুবই জরুরী। বক্তৃতার এক দু'দিন আগে থেকে বিষয়টিকে চর্চা করে মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়া উচিত যাতে তা পরিপক্ক হতে পারে। পাশ্চাত্যের মত কাগজে লিখে খসড়া তৈরী করা নয়। এতে এক ধরণের জড়তা এসে যায় যার দরুণ ভাষণের সাবলীলতা হ্রাস পায়। বরং এর পরিবর্তে বক্তব্যের বিষয়কে ভিতরে নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করা শ্রেয়। যখন সময় হবে, তখন আপনা আপনি তোমার হৃদয় থেকে বক্তব্য বেরিয়ে আসবে। তিনি বলেন, হৃদয় দিয়ে বলাটাই যথেষ্ট নয়, বক্তাকে তার জীবন ভাষণের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে।

১৫ তারিখ গুরুদেব শুধুমাত্র অন্‌গোল কেন্দ্রের অভ্যাসীদের জন্য

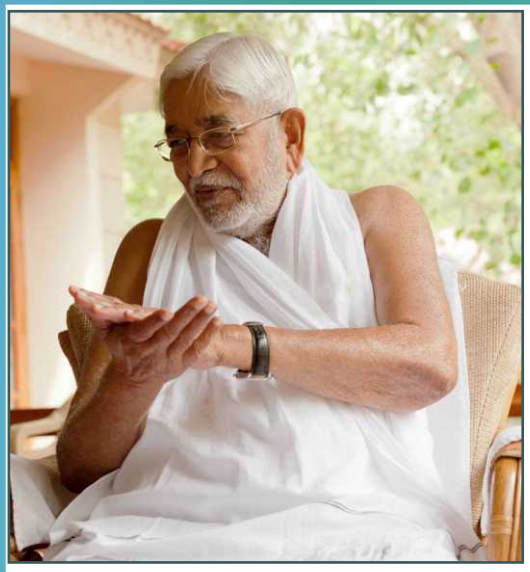

সৎসঙ্গ পরিচালনা করতে আসেন।

১৯ ডিসেম্বর ২০১১

দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওসেনিয়া থেকে অভ্যাসীরা আশ্রমে এসেছিলেন গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে ও আলোচনাচক্রে যোগ দিতে। গুরুদেব সকাল ৮টা থেকে ১১.৩০ পর্যন্ত তাদের বহুজনের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি ক্লান্ত হলেও সকলের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি হাসির ছলে বলেন, "৩৫০ জনের মধ্যে ৩০০ জনের সঙ্গে বোধহয় আমি ইতিমধ্যে দেখা করেছি"। আবার সন্ধ্যেবেলা ৫০ জন অভ্যাসী কক্ষে তাঁর জন্য অপেক্ষা করেন। গুরুদেব অফিস থেকে বেরিয়ে তাদের প্রতিক্ষারত দেখে বলেন, "একটু ধৈর্য্য ধরো, আমি এখনই ফিরে আসবো"। এরপর গুরুদেব ফিরে এসে সকলকে সিটিং দেন। প্রায় একঘন্টা অপেক্ষা করার পর তাদের দারুণ অনুভূতি উপলব্ধ হয়।

২৪ ডিসেম্বর ২০১১: গুরুদেব আশ্রমে এসে বাইরে রোদে বসেন। বাবুজী মহারাজের কাছ থেকে সম্প্রতি পাওয়া বার্তার কথা আলোচনা করছিলেন। তিনি বলেন, কিভাবে তাঁর সফরসূচী তৈরী করেছিলেন এবং সেইমত সব টিকিট কাটারও ব্যবস্থা করছিলেন, এমন সময় ঐ বার্তা এসে পৌঁছায়। ফলে তাঁকে তাঁর গুরুর আজ্ঞাপালনের জন্য সব সফরসূচী বাতিল করতে হয়।

বড়দিনের আগের সন্ধ্যায়, একদল অভ্যাসী কটেজের বাইরে বসে ক্যারোল গাইছিলেন। যখন তারা গাইতে শুরু করেন, তখন গুরুদেব শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গুনগুন করে তাদের সঙ্গে সঙ্গ দেন। গুরুদেব বলেন, "সেবার ***CREST***এ আমি এই গান শুনেছিলাম"। সব গায়কদের তিনি ক্যান্ডি বিতরণ করেন।

খ্রীষ্টমাসের দিন ধ্যানকক্ষের দুপাশে শিশুরা লাল সাদা পোশাকে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। গুরুদেব তাদের দেখে খুব খুশী হন।

২৬ ডিসেম্বর: সম্প্রতি তাঁর উপর সফর সংক্রান্ত বিধিনিষেধের জন্য গুরুদেব স্থির করেন যেদিন সম্ভব হবে তিনি সকাল ন'টায় সৎসঙ্গ পরিচালনা করবেন। তিনি বলে চলেন যে, সকলের সঙ্গে তিনি যতদূর সম্ভব দেখা করবেন তাই সকলকে কটেজের কাছে না গিয়ে ধ্যান কক্ষেই থাকতে বলেন।

একদিন সকালের সৎসঙ্গের পর গুরুদেব বাইরে রোদে বসেন এবং অনেকক্ষণ সকলের সাথে কথা বলেন। তিনি বলেন, "৫০ বছর হয়ে যাওয়ার পরও একজনের ইচ্ছাশক্তি বিফল হয় কেন? এর কারণ, যখন আত্মোন্নতির জন্য ইচ্ছাশক্তি কাজে লাগনো উচিত ছিল তখন তা না করে আমরা ভৌতিক লক্ষ্য চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করেছি, যা ইচ্ছাশক্তিকে দুর্বল করে দেয়।" তিনি একটা শিশুর উদাহরণ দিয়ে বলেন, তুমি তাকে খেলনার দোকানে নিয়ে গিয়ে ইচ্ছা দমন করতে বলা উচিত নয়"। এরপর নিজের উদাহরণ দিয়ে বলেন, একবছর আগে তিনি সকালে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছিলেন না, রোজই উঠতে দেরী হয়ে যেত। তখন তিনি তা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন এবং আজ পর্যন্ত তিনি সকাল ৪.৩০ থেকে ৫টার মধ্যে উঠে পড়েন। তিনি বলেন, "আমার মতো লোকের ক্ষেত্রে আজ সবকিছু অকেজো হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু আমি একমাত্র ইচ্ছাশক্তির জোরে টেনে চলছি"। রোজ আমি একটা একটা বা দুটো সিটিং দিই, একটা বা দুটো প্রশিক্ষকের সিটিং এবং সৎসঙ্গ পরিচালনা করি। এরপর আমার ই-মেল চেক্ করি যা সামান্য সংখ্যার নয়। রোজ অন্তত ৪০টা মেল থাকে"।

পূর্ব উপকূলের তুফান শহরে প্রবল বৃষ্টি ও বাতাস বয়ে আনে। আশ্রম জলে ভেসে যায় ও বন্যার প্রকোপ দেখা দেয়। অনেক অভ্যাসী মানাপাক্কামে আসা শুরু করেন তাই তৎক্ষণাৎ তাদের সফর বাতিল করার জন্য সবখানে বার্তা পাঠানো হয়। সৌভাগ্যবশতঃ ঝড়ের সম্ভাবনা কমে গিয়ে সব অতি দ্রুত ঠিক হয়ে যায়।

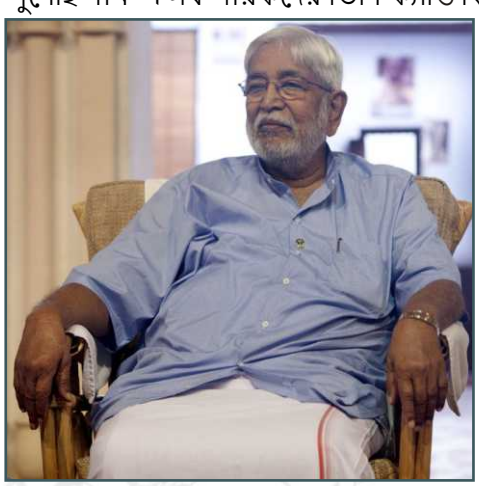

মরিশাসের অভ্যাসীদের জন্য আলোচনাচক্র

৭ থেকে ১৪ নভেম্বর

২৭ জন অভ্যাসী ও ৮ জন শিশুসহ এক অভ্যাসীর দল গত ৬ নভেম্বর মানাপাক্কাম আশ্রমে পৌঁছান। ৭ নভেম্বর গুরুদেব তাদের তাঁর কটেজে বিকেল ৪.৩০ মিনিটে সিটিং দেন এবং এরপর চা পানের আয়োজন করেন।

আলোচনা চক্র চলাকালীন সব অভ্যাসীদের দুটো করে ব্যক্তিগত সিটিং দেওয়া হয়। ৮ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত আয়োজিত আলোচনা চক্র ব্যক্তিগত প্রতিফলনের উপর ভিত্তি করে কিছু বিষয় দেওয়া হয়। ভঃ ডলি ও প্রশিক্ষণ দলের উপস্থাপনা – 'সহজমার্গ সাধনা'র উপর বেশ মনোগ্রাহী ছিল। দলগত আলোচনায় সব অভ্যাসী অংশগ্রহণ করতে পারেন। বিভিন্ন গোষ্ঠি আলোচনায় অংশ নেয়। বিকেলে গুরুদেবের ভিডিও দেখানো হয়।

ভ্রাঃ ভি. কান্নান, ভ্রাঃ এ.পি.দুরাই এবং ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেলের ভাষণ সহজমার্গের বোধগম্যতাকে সমৃদ্ধ করে তোলে এবং অভ্যাসীদের নিজেদের ক্রমবিকাশে যত্ন নিতে আরও সক্রিয় হওয়ার উৎসাহ আহরণ করে এবং মরিশাসে সহজমার্গের বার্তা ছড়িয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ হয়।

ভ্রাঃ শরৎ সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর তথ্য পরিবেশন করেন এবং মরিশাসে এর প্রাথমিক পদক্ষেপ রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ভ্রাঃ কমলেশ তাঁর ভাষণে বলেন, অনেকে জিজ্ঞাসা করে আত্মিক উন্নত অবস্থা বাড়ি ফিরে যাবার পরও কিভাবে বজায় রাখা যায়। তিনি বলেন, আমাদের উচিত ঐ অবস্থায় আরও উন্নতি ঘটানো। গুরুদেব তাঁর আধ্যাত্মিক সম্পদ আমাদের হৃদয়ে প্রথিত করেন, তাই আমাদের উচিত তা আরও বাড়িয়ে তোলা। ঐ অবস্থার উন্নতি হয়ে তা আমাদের চিন্তা, কথাবার্তা ও আচরণে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন যে, প্রত্যেক অভ্যাসীর উচিত হল একজন করে নতুন অভ্যাসী মিশনে নিয়ে আসা ও তাদের তত্ত্বাবধান করা।

অভ্যাসীরা ১৪ নভেম্বর গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করলে গুরুদেব তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানান। তিনি বলেন যে বয়সের ভারে তিনি মরিশাস যেতে পারছেন না, তাই সকলকে অনুরোধ করেন, 'আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাও। কি বলতে চাইছি, আশা করি বুঝেছ'? তাঁর এই কথা আবার মনে করিয়ে দেয় যে প্রতিমুহূর্তে তাঁকে আমাদের সঙ্গে রাখতে হবে।

ওসেনিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার আলোচনা চক্র

১৬–২২ ডিসেম্বর ২০১১

'আমি সবসময় তাঁর ছিলাম, কিন্তু তিনি কি আমার ছিলেন ?'

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অভ্যাসীরা এসে পৌঁছানোর দু'দিনের মধ্যেও গুরুদেবের দেখা পায় নি এবং এক নীরব বার্তা ছিল যে তাঁকে অন্তরে দেখো ও তাঁর উপস্থিতি অনুভব করো। 'আমরা কি তাঁকে সম্পূর্ণভাবে আমার বলে গ্রহণ করতে পেরেছি?'

১৮ তারিখ রবিবার। গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং বিভিন্ন বক্তার উৎসাহমূলক ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে দিনের কার্যকলাপ শুরু হয়। ভ্রাঃ সন্তোষ ***Heart Speak*** এর উপর বক্তব্য রাখেন ও ভাষণে তিনি এও বলেন যে, গুরুদেব আমাদের দূরদর্শী হতে বলেছেন এবং অবশ্যই তা তাঁর মত। আমাদের নিজেদের কোনো পৃথক দৃষ্টি থাকতে পারে না। পরদিন ভ্রাঃ কৃষ্ণ ভ্রাতৃত্ববোধের উপর বক্তব্য রাখেন এবং গুরুদেবের মত করে তা আয়ত্বে আনা কত গুরুত্বপূর্ণ সে কথা ব্যক্ত করেন। ২০ তারিখ ভ্রাঃ কমলেশ নিয়মিত অভ্যাসের উপর জোর দেন।

২১ তারিখ গুরুদেব অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের বার্ষিক সধারণ সভায় যোগ দেন। তিনি বলেন আমাদের জাতীয়তাবাদের বেড়াজাল ছিন্ন করে এক হয়ে যেতে হবে। শখ ও বাস্তব সত্য কি তা ব্যখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, তিনি অষ্ট্রেলিয়ার সমুদ্র তীরে গাড়ী চালাতে চান, কিন্তু তা আজ সম্ভম নয় কারণ তাঁর বয়স হয়েছে এবং তিনি সফর করতে অপারগ। এটাই আজ বাস্তব। তাই নিজেদের জীবনে শখ ও বাস্তবের বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। গুরুদেব তাদের সঙ্গে নৈশভোজ করেন ও বিশেষ করে তাদের জন্য বার্গার ও চিপস্ এর ব্যবস্থা রাখেন।

১৭–২০ ডিসেম্বর ওসেনিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার যুব আলোচনা চক্রে ৮০ জন যুবক অংশ নেয় এবং সেখানে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল, 'তাঁর পদক্ষেপে এগিয়ে চলা'। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিল নিউজিল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কিছু সংখ্যক অভ্যাসী।

চারদিনের আলোচনা চক্রে ভাষণ, সৎসঙ্গ ও নানা কার্যকলাপ রাখা হয়েছিল। শেষের দিন প্রত্যেক দলের কেউ না কেউ গান, ছোট নাটিকা বা ক্রিয়াকর্মে অংশ নেয়। হৃদয় থেকে হৃদয়ের বার্তালাপ প্রত্যেককে একে অপরের কাছে উন্মুক্ত করে দেয়। আমরা এক এই মনোভাব সকলের মধ্যে জাগরিত হয়। উপস্থিত যুবকরা এ হেন ভাবের আদান প্রদানের সুযোগ পেয়ে খুব মুগ্ধ হয়। মূল আলোকপাত ছিল– তিনি যা চান সেইমত নিজেকে গড়ে তোলা, একসঙ্গে থাকা ও প্রেমসহকারে একসঙ্গে কাজ করা।

অভ্যাসীদের অধিবেশন

রাঁচি, ঝাড়খন্ড

২৮ অক্টোবর ২০১১ রাঁচির অভ্যাসীদের মধ্যে এক ভাব বিনিময় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় । অভ্যাসীদের তিনটি দলে ভাগ করে আলোচনা শুরু হয় । আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল কি করে অভ্যাসীদের গুনগত মান ও সংখ্যা বাড়ানো যায় । অভ্যাসীরা যাতে ব্যক্তিগত সিটিং নেয় ও ভা ারায় যোগ দেয় সে ব্যাপারে জোর দেওয়া হয় । এ ছাড়া রবিবারের সৎসঙ্গে নিয়মিত যোগ দেবার ব্যাপারে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয় । এ ছাড়া পুরোদিনের কার্যসূচী ও গৃহসমাবেশের ব্যাপারে যথাযথ প্রস্তুতি যাতে আগে থেকে নেওয়া হয়| পুরো অধিবেশন ভ্রাঃ রাকেশ ও ভঃ কাঞ্চন পরিচালনা করে প্রেমসিক্ত ভাবধারায়।

গৃহ সমাবেশ

দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ

গত ১৩ নভেম্বর ২০১১ ভ্রাঃ এন. পি চক্রবর্তীর বাড়িতে অভ্যাসীদের এক আলোচনা চক্রে ভঃ অনিতা জৈন ও ভ্রাঃ অরুণ লাঠিয়া, ভ্রাঃ পরিমলের সঙ্গে যোগ দেয়। অধিবেশনে সহজ মার্গ পদ্ধতি ও অভ্যাস বিষয়ে আলোচনা হয় । আলোচনায় অভ্যাসীদের গুণগত মান উন্নয়ন বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয় । খুব সুন্দরভাবে প্রতিটি বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়। গুরুদেবের অসীম কৃপায় ও অভ্যাসীদের প্রবল উৎসাহে সমগ্র অনুষ্ঠান খুব মনোগ্রাহী হয়।

নাসিক, মহারাষ্ট্র

৮ ডিসেম্বর ২০১১ ভ্রাঃ সুনীল চন্দ্রনের বাড়িতে ১২ জন স্কুল শিক্ষক, সেনা কর্মাধ্যক্ষ ও তাদের পরিবার এক সমাবেশে যোগ দেয় । সহজমার্গের সারকথা এবং কিভাবে তা মানব জীবনে সহায়তা করে ও জীবনের ভারসাম্য এনে দেয় সে বিষয়ে আলোচনা করে ***CiC*** ভঃ অনুসূয়া । ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও নানা সন্দেহ নিরসনের জন্য অনেক উত্থাপিত প্রশ্ন অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহকে ফুটিয়ে তোলে।

ফেসিলিটেটর কর্মশালা

মুম্বাই, মহারাষ্ট্র

"উপাদানের থেকে আচার–আচরণ অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ"

২০১১ অক্টোবর মাসে ৬৫ জন ফেসিলিটেটর দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এক প্রশিক্ষণ কার্যে যোগ দেন এবং 'ফেসিলিটেসন্' এক উত্তম পন্থা হিসাবে অভ্যাসী প্রশিক্ষণের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে । এই পদ্ধতিতে ছোট ছোট গোষ্ঠিতে আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে তোলার জন্য প্রোৎসাহিত করা সহজ হয় । সার্বিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার এক বাতাবরণ সৃষ্টি হয় যা অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের উন্মুক্ত করে দিতে সহায়তা করে । ভাব বিনিময়ের গুণমান খুব সূক্ষ্ম ছিল যা বাতাবরণের সাথে মিলে যায়।

এই পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে মুম্বাই ও পুনের ফেসিলিটেটরগণ 'যোগাযোগ ও ভ্রাতৃত্ববোধ'এর উপর দুটো কর্মশালা পরিচালনা করেন (২০ নভেম্বর ৬৫ জন অংশগ্রহণ করেন আর ৪ ডিসেম্বর ৩৬ জন অংশ নেন)।

অধিকাংশ আলোচনা ৮–১২ জনের ছোট ছোট দলের মধ্যে অতি ফলপ্রসূ হয় । গুরুদেবের পুস্তক ও 'হুইস্পার' থেকে মননকারী বিষয়বস্তু সামগ্রিক প্রয়াসকে পূর্ণরূপ প্রদান করে । অংশগ্রহণকারীরা খুব ইতিবাচক মত পোষণ করেন । সামগ্রিক পাঠ ছিল অনুভব ও ভ্রাতৃত্ববোধ (সূত্র ৬) এর উপর যেখানে চিন্তা ও জানার উপর খুব সামান্যই গুরুত্ব দেওয়া হয়।

প্রতিফলনের এক মুহূর্ত

ভাসি, মুম্বাই

মুম্বাই এর ভাসি অঞ্চলের অভ্যাসীরা মাসের প্রত্যেক দ্বিতীয় শনিবারে একত্রিত হন। প্রথম সমাবেশ ভ্রাঃ রামনাইয়ার বাড়িতে প্রার্থনার উপর ভিত্তি করে আয়োজিত হয়। আলোচ্য বিষয়ের উপর দলগত আলোচনা হয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নোট কর হয়। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী পাঠ করেন ও এক–দু মিনিট বক্তব্য রাখেন। দশমিনিটের হার্দ্দিক প্রার্থনা–ধ্যানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

এ হেন অধিবেশন পরবর্তীকালে অন্যান্য অভ্যাসীর বাড়িতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর করার পরিকল্পনা হয়। প্রথমে সাধনা বিষয়ক আলোচনা দিয়ে শুরু করে পরে সহজমার্গের আরও সূক্ষ্ম বিষয়ে প্রবেশ করা যেতে পারে।

গুলবর্গা, উঃ কর্নাটক

৭ নভেম্বর ভ্রাঃ মহেশ দেশপাণ্ডে বাড়িতে প্রায় ২০ জন অভ্যাসী সমবেত হন। 'উদ্দেশ্যপূর্ণ ও যথার্থ অভ্যাস' এর উপর গুরুদেবের ভাষণ শোনানো হয়। এরপর বিশ্বজনীন প্রার্থনা করা হয়। পরে সাধারণ আলোচনা চলতে থাকে এবং অভ্যাসীদের চা পানের ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানের পুরো সময় এক ঐশী আশীর্বাদপুষ্ট বাতাবরণ তৈরী হয়েছিল।

বরোদা, গুজরাট

১৭ ডিসেম্বর ২০১১, বরোদার সুন্দরবন সোসাইটিতে একদল অভ্যাসী সমবেত হন এবং 'চরিত্রে ধৈর্যশীলতা'র উপর আলোচনা করে। তারা আগের অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় 'ব্যবহার' নিয়ে প্রসঙ্গ টেনে এনে নীরবে কিছু সময় গুরুদেবের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে। অধিবেশন এগোতে থাকলে অভ্যাসীরা আগের পরিস্থিতির উপর নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। প্রত্যেকে নিজের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আত্মিক ও বাহ্যিক অবস্থার মধ্যে ভারসাম্য এনে হৃদয় উন্মুক্ত করে অপরের প্রতি করুণার উন্মেষ ঘটানোর জন্য তাদের অবশ্যই সচেষ্ট হওয়া দরকার। এর ফলে তারা সমর্পণের মাধ্যমে পরিস্থিতির মোকাবিলা অনেক সুচারুভাবে করতে সক্ষম হবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ওয়ার্নার এরহার্ড এর মতে চরিত্র অবশ্যই নির্মাণ করার প্রয়াস করতে হয়। তিনি বলেন, 'সব সময় এবং সব পরিস্থিতিতে আমাদের নিজেদের জীবন–মান পরিবর্তনের শক্তি রয়েছে'।

অধিবেশন শেষের উপসংহার হল এই যে, প্রতি মুহূর্তে নিজেদেরকে সুক্ষাতিতম চিন্তা প্রস্তাবরুপে অবশ্যই দেওয়া উচিত। এর ফলে একধরণের হাল্কাপন, প্রশান্তিভাব আমাদের অন্তরে বিরাজ করবে।

চেন্নাই এর যুব সমাবেশ

নাট্রামপল্লী আশ্রম

১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সের অভ্যাসীদের নিয়ে গত ১৫ ও ১৬ অক্টোবর নাট্রামপল্লী আশ্রমে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ৫৫ জন উৎসাহী যুবক চেন্নাই থেকে নাট্রামপল্লী বাস যোগে যাত্রা শুরু করে এবং পাঁচজন প্রশিক্ষকও সঙ্গে ছিলেন। এই যাত্রার নাম দেওয়া হয় 'আধ্যাত্মিক যাত্রা'।

নাট্রামপল্লীতে অনুষ্ঠানের শুরু হয় প্রাতর্ভ্রমণ দিয়ে। অধিবেশনে 'আধ্যাত্মিক ইমারত ঃ মিশন'– এই প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু হয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে গুরুদেবের স্বপ্ন পূরণে অভ্যাসীর ভূমিকা কি তা চর্চা করা হয়। নানা ধরণের শিক্ষামূলক ক্রীড়া ও ক্রিয়াকলাপের আয়োজন করা হয়। এক অধিবেশনে 'গুরুদেবের সঙ্গে সম্পর্ক' এবং কিভাবে গুরুদেবের প্রতি প্রেম উৎপন্ন করা সম্ভব সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। দলগত কৌতূক ও সহজমার্গ সাহিত্যের উপর কুইজ্ অভ্যাসীদের উৎসাহী করে তোলে। উদ্যানে নানারকম কাজের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

অংশগ্রহণকারীদের একটা করে গুরুদেবের ফটো উপহার দেওয়া হয়। তারা আশ্রমে ঐশী বাতাবরণে নিজেদের সতেজ করে নেয় ও নাট্রামপল্লী আশ্রমের শান্ত বাতাবরণ তাদের অভিভূত করে।

মানব জাতিকে একত্র করার কর্মশালা

গোয়ালিয়র, মধ্যপ্রদেশ

১৪–১৬ অক্টোবর ৫৪ জন সদস্য নিয়ে গোয়ালিয়র কেন্দ্রে আঞ্চলিক স্তরে মানবজাতিকে একত্র করার জন্য এক কর্মশালার আয়োজন করা হয় । ১৪ তারিখ থেকে অভ্যাসীরা জমায়েত হতে শুরু করে, তাই সেখানে ব্যক্তিগত সিটিং এর ব্যবস্থা করা হয় । সন্ধ্যার সৎসঙ্গের পর ভ্রাঃ নারায়ণ সিং সমবেত সদস্যদের স্বাগত জানায় ।

পরদিন ভ্রাঃ কমলেশ, ভ্রাঃ যোগেশ ও ভ্রাঃ রাম কিশোর 'এক বিশ্ব এক মানবজাতি' বিষয়ে আয়োজিত অধিবেশন পরিচালনা করে। ভ্রাঃ আর.কে.শ্রীবাস্তব ও ভোপাল থেকে আগত অভ্যাসীরা চরিত্র নির্মাণের উপর এক অধিবেশন পরিচালনা করে । এ সবই ছিল ভাব বিনিময় অধিবেশন, তাই অংশগ্রহণকারীরা খোলাখুলিভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে । সন্ধ্যাবেলায় ব্যক্তিগত সিটিং , সৎসঙ্গ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সবশেষে ৯টার প্রার্থনা সম্পন্ন হয় ।

১৬ তারিখ সকালের সৎসঙ্গের পর ভ্রাঃ শিরিশ 'দিল কি আওয়াজ ২০০৭' থেকে কয়েক পাতা পড়ে শোনান । ***ZiC*** ভ্রাঃ বিকল্প অভ্যাসীদের উৎসাহিত করে ভাষণ দেন । প্রশিক্ষণকারীরা আশ্রমের নির্মাণকার্যের সাক্ষী থাকেন । শেষ অধিবেশন ছিল ভ্রাঃ শিবকুমার ও তার দলের পরিচালিত বিষয় তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র তৈরী করা । ভ্রাঃ শিবকুমার, ভ্রাঃ মনু চোপড়া, ভঃ অর্চনা ও ভঃ বন্দনা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয় ।

শিশুদের কার্যক্রম

বেরেলী, উত্তরপ্রদেশ

১৪ থেকে ১৬ নভেম্বর বেরেলি কেন্দ্র ১০ থেকে ১৬ বছরের শিশুদের জন্য তিনদিনের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে । ডঃ জি.এম. ভাটনগর অনুষ্ঠানের সূচনা করেন এবং আমাদের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র থেকে মূল্যবোধকে ফিরিয়ে আনার উপর বক্তব্য রাখেন । অনুষ্ঠান বিকেলে ৩টে থেকে ৬টা পর্যন্ত ছিল এবং প্রতিদিন মিশনের প্রার্থনা দিয়ে শুরু হত । বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা হয়েছিল যেমন – 'নিজেকে জানা ও পরিচালনা করা', সুস্বাস্থ ও সমন্বয়, 'সত্য ও সাহস' ইত্যাদি । ভ্রাঃ সঞ্জীব, ভ্রাঃ প্রবীন, ভ্রাঃ রবীন্দ্র, ভঃ বিমলা, ভঃ শশী ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়তায় তিনদিন ধরে ছবি আঁকা, রং করা, কুইজ্, গান করা ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয় । রেলওয়ে সুরক্ষা বল (***RPF),*** স্বাস্থ ও সুরক্ষা, ভেং মেসিন ও তার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ের উপর বক্তব্য শিশুদের কাছে খুব তথ্যপূর্ণ ও শিক্ষণীয় ছিল । সুন্দর ক্লিপিংসের মাধ্যমে কর্নেল নীতিশ দেশের প্রতি ভালোবাসা, দেশাত্মবোধ, জাতীয় মন্ত্রের উৎস, শ্রদ্ধা, সাহস, নেতৃত্ব ও নৈতিক মূল্যবোধের উপর উপস্থাপনা করেন । শিশুরা যারপরনাই উৎসাহিত ও অনুপ্রেরিত হয় ।

ক্রীড়া দিবস

পুনে , মহারাষ্ট্র

৮ ও ৯ অক্টোবর নানদের পাটা আশ্রমে ভ্রাঃ রামনাথের প্রচেষ্টায় সপ্তাহের শেষে এক ক্রীড়া দিবস অনুষ্ঠিত হয় । প্রথম দিন ১৮–৩০ বছর বয়সের যুবকরা ও দ্বিতীয় দিন শিশু ও ৩০ ঊর্দ্ধ ক্রীড়া মোদি অংশগ্রহণ করে ।

পোস্টার, গুরুদেবের ফটো, নানা ধরণের খেলার আয়োজ, কোটেশন, বেলুন সহ নানাবিধ সরঞ্জাম মজুদ ছিল । শনিবার দিন একটি ক্রিকেট খেলা দিয়ে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয় । এরপর সেখানে আরও নান ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয় । স্বেচ্ছাসেবীদের সেখানে জলপানের ব্যবস্থা ছিল ।

রবিবার সৎসঙ্গের পর ৩০ ঊর্দ্ধ অভ্যাসীরা খেলাধুলায় অংশ নেয় । এই প্রয়াস সব অভ্যাসীদের ভ্রাতৃত্ব ও একতায় যুক্ত করে ।

তিরুপ্পুর, তামিলনাড়ু

চেট্টিয়াপালাম যোগাশ্রমে গত ১৪ নভেম্বর ধুমধামের সঙ্গে শিশু দিবস অনুষ্ঠিত হয় । প্রতিবেশী কেন্দ্রগুলিতে আগে থেকে জানানো হয়েছিল, যাতে বেশী সংখ্যক শিশু ভালোভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে ।

শিশুদের বয়স অনুপাতে নির্ধারিত খেলাধূলা বিকেল পাঁচটায় শুরু হয় । ভ্রাঃ সুন্দরেশন সহজমার্গের উপর এক কুইজ্ পরিচালনা করেন । ***ZiC*** ভ্রাঃ টি.ভি.বিশ্বনাথ রাও, আশ্রম ম্যানেজার ভ্রাঃ সুব্রহ্মনিয়ম, ভ্রাঃ মারাপ্পন ও ভঃ সরলা শিশুদের শিশুদের উপহার বিতরণ করেন । শিশুদের অভিভাবকদের নৈশভোজের ব্যবস্থা করা হয় । কিছু সংখ্যক অভ্যাগত সহজমার্গে যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন । অধ্যাত্মিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ হেন অনুষ্ঠানে অভিভূত অভ্যাগতরা ভবিষ্যতে আরও আয়োজনের আবেদন জানান ।

সারাদিনের কর্মসূচী

কাডাপা, অন্ধ্রপ্রদেশ

৪ ডিসেম্বর কাডাপা কেন্দ্রে এক সারাদিনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ৩১ জন অভ্যাসী এতে অংশগ্রহণ করেন এবং সম্প্রতি প্রকাশিত 'কন্সস্ট্যান্ট রিমেম্ব্রেন্স্' পত্রিকা থেকে দুটো বিষয়ের লেখা 'চরিত্র নির্মাণ' এবং 'প্রকৃত সাধনা' অলোচনার জন্য নেওয়া হয়। পুরো অনুষ্ঠান তেলেগু ভাষায় অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইংরাজী না জানা অভ্যাসীদের খুব সুবিধা হয়।

কাডাপা

ম্যাঙ্গালোর

শেষের দিন অনুষ্ঠিত এক নাটকের মাধ্যমে শিশুরা তুলে ধরে কিভাবে সহজমার্গের গুরুত্ব একে অপরের মধ্যে আদান প্রদান করে জীবনের লক্ষ্য প্রাপ্তি কর যায়।

ম্যাঙ্গালোর, দঃ কর্নাটক

৪ ডিসেম্বর ২০১১ তে ম্যাঙ্গালোর কেন্দ্রে 'আমার গুরুদেব' ভাবধারার উপর এক পুরোদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অভ্যাসীদেরকে এ বিষয়ে বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে প্রস্তুতি নিতে বলা হয়। সৎসঙ্গের পর গুরুদেবের ভাষণের উপর একটা ***CD*** চালানো হয়। যেসব অভ্যাসীরা তৈরী হয়ে এসেছিলেন, তারা 'আমার গুরুদেব' বই এর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। বিকালে মানাপাক্কামে অনুষ্ঠিত ইউরোপিয়ান সেমিনারের ***DVD*** চালিয়ে দেখানো হয় এবং এরপর 'সৎসঙ্গ'এর গুরুত্বের উপর এক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয় যা মুম্বাই এর দুজন যুব অভ্যাসী পরিচালনা করেন।

প্রার্থনা দিয়ে অধিবেশনের শুরু হয়, এরপর অভ্যাসীদের জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করে দিয়ে নিয়মিত সৎসঙ্গে যোগ না দেবার কারণ মনন করতে বলা হয়। এরপর তা পুরো দলের মধ্যে বিনিময় করা হয়। সৎসঙ্গের গুরুত্বের উপর গুরুদেবের কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করা হয় এবং তারপর এ বিষয়ে মনন ও আলোচনা করা হয়।

বিরুধনগর, তামিলনাড়ু

১৬ অক্টোবর বিরুধনগর আশ্রমে স্থানীয় ৪০ জন অভ্যাসী সারাদিনের এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। সকাল ৭.৩০ মিনিটের সৎসঙ্গের পর প্রাতঃরাশ শেষ হলে অভ্যাসীরা অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য উৎসাহিত হয়ে ওঠে। আগের দিনের আলোচনার রেশ টেনে অভ্যাসীরা এদিন 'নিজেকে ভালো অভ্যাসীতে রূপান্তর করো' বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। দলগত আলোচনার পর দলনেতা মূল বক্তব্যগুলো পেশ করেন।

অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচনার মাধ্যমে উন্মোচিত হয়। অভ্যাসীরা গুরুদেবের উপস্থিতি ও পথনির্দেশ স্পষ্ট অনুভব করে। পুরোদিনের অনুষ্ঠান সন্ধ্যার সৎসঙ্গ দিয়ে শেষ হয়।

হুবলি, উঃ কর্নাটক

১৩ নভেম্বর সকালে সৎসঙ্গ ও প্রাতঃরাশের পর অভ্যাসী ও জিজ্ঞাসুদের মধ্যে এক মহড়া অধিবেশন আয়োজন করা হয়। বিতর্ক প্রায় দু'ঘন্টা চলে এবং তা খুব শিক্ষামূলক ও আকর্ষণীয় ছিল।

স্লাইডে আমাদের পদ্ধতির কোন উল্লেখ ছিল না এবং অভ্যাসীদের বলা হয় স্লাইড দেখে সহজমার্গের স্লোগান তৈরী করতে। মধ্যাহ্নভোজের পর এক ছোট নাটিকার মাধ্যমে তুলে ধরা হয় যে, সব ধর্মের প্রবক্তাদের শিক্ষণীয় বক্তব্য একই। পুরো উপস্থাপনা নেপথ্য সংগীত ও ভিস্যুয়ালের মাধ্যমে করা হয়, ফলে তা খুবই মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

বেলারী উঃ কর্নাটক

৬ নভেম্বর সকালের সৎসঙ্গের পর অভ্যাসী ও শিশুরা 'সৃষ্টি গার্ডেন্স্' এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। বেলারীর তিনজন অভ্যাসী খড়্গপুর ***CREST*** এ চরিত্র নির্মাণের উপর অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন। তারা এহেন অনুষ্ঠানে যোগদানের মাহাত্ম ব্যক্ত করেন। এরপর অভ্যাসীরা তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় অংশ নেন। মধ্যাহ্নভোজের পর শিশুরা এক কুইজ্ এর আয়োজন করে। এরপর শিশুদের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিকেল ৪ টায় সৎসঙ্গের পর সমস্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বিরুধনগর

বেলারী

লয়–যোগাশ্রমের উদ্ঘাটন

সারনাথ, বারাণসী

৪ ডিসেম্বর ২০১১ তে গুরুদেব বারাণসীতে লয়–যোগাশ্রমের ধ্যান কক্ষের উদ্ঘাটন করেন, চেন্নাই ও বারাণসীর মধ্যে ভিডিও যোগাযোগের মাধ্যমে । ভ্রাঃ উমা শঙ্কর বাজপেয়ী, ভ্রাঃ আর.আর.কে. চতুর্বেদী, ভ্রাঃ আশীষ সিং, ভ্রাঃ এ.কে. গর্গ ও ভ্রাঃ ওয়াই.এন.প্রসাদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ৬.৩০মিঃ ধ্যানকক্ষে প্রায় ১০০০ জন অভ্যাসী উপস্থিত হন। গুরুদেব পর্দায় হাজির হতেই অভ্যাসীরা আনন্দে ফেটে পড়ে । গুরুদেবকে দেখে প্রত্যেকে খুব খুশী । তিনি ভ্রাঃ বাজপেয়ীকে উদ্ঘাটনের পর্দা সরিয়ে দিতে বলেন, এরপর তিনি তা বাবুজী মহারাজের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন এবং অভ্যাসীদের সেখানে ধ্যান করার অনুমতি দেন । তিনি বলেন, "সহজমার্গ হল প্রেমের পথ । আমাদের উচিত হল এই স্থানকে আধ্যাত্মিক প্রগতির জন্য ব্যবহার করা। সহজমার্গে ঘৃণার কোন স্থান নেই"। ভিডিও পদ্ধতির প্রসঙ্গে তিনি বলেন আজকের বিজ্ঞান প্রযুক্তির দিনেও আমরা পৃথক নই। আমরা এক।

বারাণসী কেন্দ্রের ***CiC*** ডঃ প্রসন্ন কুমার সকলকে স্বাগত জানিয়ে গুরুদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ভ্রাঃ বাজপেয়ী প্রেমের মাহাত্ম বিশদ ব্যাখ্যা করেন । ভ্রাঃ এন.পি.সিন্হা লয়–যোগাশ্রমের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উপস্থাপিত করেন । দ্বিতীয় অধিবেশনে অন্যান্য কেন্দ্রের অভ্যাসীরা বক্তব্য রাখেন এবং এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সন্ধ্যাবেলা সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়।

ঘোষণা

চেন্নাইতে নতুন *CiC*

চেন্নাইতে নতুন অঞ্চল (***2C***)র জন্য ভ্রাঃ ক্যাপ্টেন ভিনিত সিং রানাওয়াত নতুন ***CiC*** নিযুক্ত হন।

ইকোজ্ নিউজ্লেটারের অনুবাদ

বিভিন্ন ভাষায় ইকোজের অনুবাদ করতে আগ্রহী অভ্যাসীদের অনুরোধ করা হচ্ছে আমাদের ই–মেলে আবেদন করতে । ***Email:*** ***in.newsletter@srcm.org***

ই–মেল *ID* গ্রাহকভুক্তি

Yahoo ও ***Rediffmail***এ নিয়মিত সমস্যার দরুণ অনুরোধ করা হচ্ছে ইকোজের জন্য অন্য কোন সাইটে নতুন ই–মেল ***ID*** খুলতে।

মানাপাক্কামে ভ্রমণ

রাশিয়া ও প্রাক্তন ***CIS*** দেশগুলির আলোচনা চক্রের জন্য বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রমে ১৭ থেকে ২৪ জানুয়ারী ২০১২, বাইরেরে কোন অভ্যাসীদের থাকার অনুমতি দেওয়া হবে না।

নতুন প্রকাশনা

নীচের বইগুলো গুরুদেব নতুন বছরে মানাপাক্কাম আশ্রমে প্রকাশ করেন।

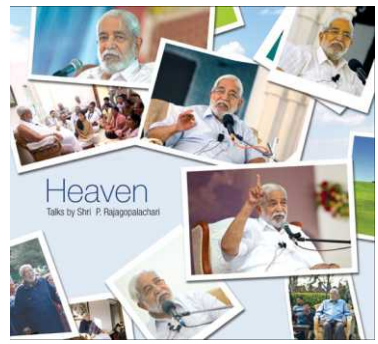

ডিসেম্বর ২০১০এ মানাপাক্কাম আশ্রমে ইউরোপীয়ান সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল । নতুন প্রকাশিত ***DVD "HEAVEN"***এ অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে ধরে রাখা হয়েছে । এটা ছিল স্পিরিচুয়াল হায়ারার্কি পাব্লিকেশন ট্রাস্ট এর বিশেষ প্রকাশন।

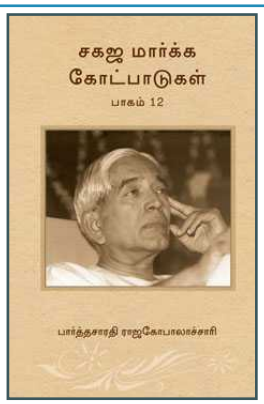

Principles of Sahaj Marg Vol. 12- Tamil

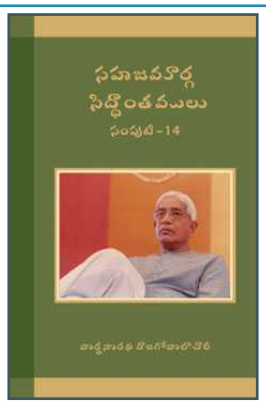

Principles of Sahaj Marg Vol. 14 -Telugu

Heart Speak 2002 Vol. 2 - English

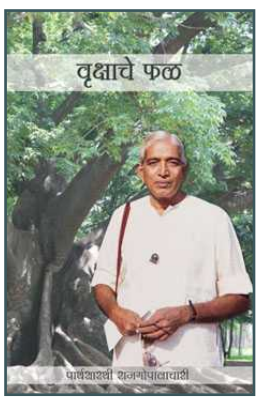

Fruit of the Tree Marati

পুনে আশ্রম

জ্যোতির্কেন্দ্র

"আনন্দ – অবশ্যই আমরা হর্ষমুখর থাকবো, কিন্তু আমরা গুরুদেবের অনেক বার্তার কথা ভুলে যাই, যেখানে তিনি বলেছেন, একজন অভ্যাসী সবসময় হর্ষময় থাকবে, শুধু উৎসবের সময় নয়, অথবা কেবলমাত্র গর্ভাভিনয়ের সময় নয় যে তুমি আনন্দময় থাকবে, কারণ তোমার মধ্যে পানশেট হ্রদ রয়েছে, যার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি সুর্যাস্তের দৃশ্য উপভোগ করবে। দারুণ ! আমরা প্রকৃত অর্থে প্রকৃতি প্রেমী তাই আমাদের আত্মিক প্রকৃতিকে ভলোবাসতে হবে যা আমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান, আর বাহ্যিক প্রকৃতি হল এর প্রতিফলন মাত্র, অথবা প্রতিফলন তখনই হতে পারে যদি তা অন্তরে বিদ্যমান থাকে"।

পুনের চারপাশে যখন সহজমার্গ পরিবার গড়ে উঠতে থাকে, তখন আশ্রমের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। আশ্রম নির্মাণের প্রস্তাব গুরুদেবকে ২০০১ সালে দিতেই তিনি তা গ্রহণ করেন।

২০০১ সালে নিবন্ধিকৃত হয়ে যায় এবং আশ্রমের নির্মাণকার্য ২০০৪ সালের প্রথম দিকে সম্পন্ন হয়। কেবল শিশুদের কেন্দ্র ও কটেজ ২০০৪ সালের জুলাই মাসে সম্পন্ন হয়। সিন্হাগাদ রোডের উপর ৩৯২৯ বর্গ মিটার জমির উপর শান্ত পরিবেশে আশ্রম অবস্থিত।

আশ্রমের কাছে অবস্থিত জলাধার পরিবেশকে শান্ত করে রাখে। পুনে রেল স্টেশন থেকে ১৫ কিমি দূরে আশ্রম অবস্থিত যা সড়কযোগে ও সাধারণ পরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে ভলোভাবে যুক্ত।

নানদেদ আশ্রম পানশেট রিট্রিট্ কেন্দ্র থেকে ১০ কিমি দূরে অবস্থিত ফলে স্বেচ্ছাসেবীদের যাতায়াত অনেক সুবিধা হয়।

২০০৪ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে গুরুদেব পুনে পরিদর্শন করেন এবং নির্মাণকার্য প্রায় শেষের পথে দেখে আসেন। নির্মাণ শেষ হতেই যাতে সৎসঙ্গ শুরু হয় সে ব্যাপারে তিনি ***CiC*** কে নির্দেশ দেন। ৪ এপ্রিল ২০০৪ সালে প্রথন সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়।

আশ্রমে ২৩২৫ বঃফুঃ একটা ধ্যান কক্ষ আছে যাতে ২৫০ অভ্যাসী বসতে পারে। ২০০৯ সালে অস্থায়ী সম্প্রসারণ করে আরও ২০০ অভ্যাসীর বসার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া রান্নাঘর, শিশুদের কেন্দ্র, শৌচাগার, (আশ্রম দেখাশোনা করার লোকের থাকার ঘর একতলাতে আছে) গাড়ী রাখার স্থান রয়েছে। সবুজ উদ্যান ও নানাবিধ ফলের গাছ চারপাশে লাগানো হয়েছে।

গুরুদেব বহুবার এই আশ্রমে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। ভবিষ্যতের প্রয়োজনের তাগিদে ***AMC*** এক উন্নয়নমূলক প্রস্তুত করে গুরুদেবের অনুমতির জন্য পেশ করেন।

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org
© 2011 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. "Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.